মরা গাধার কান অথবা পুতিনের 'সুবচন'

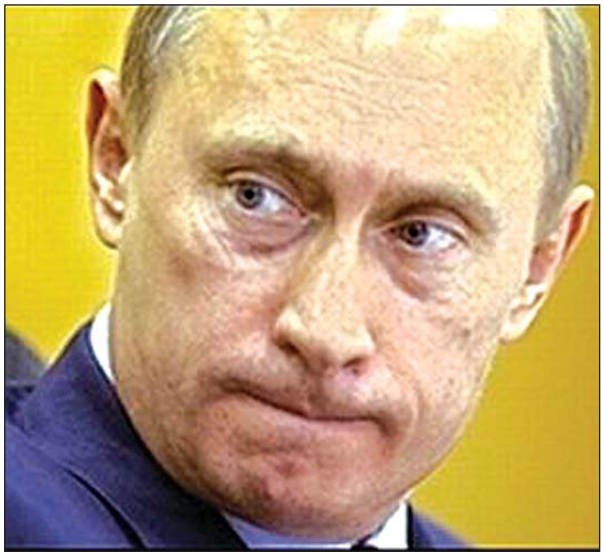

মাসুদ মাহমুদ, *কিয়েভ, ইউক্রেন থেকে*

আমার জিভ আমার শত্রু।
- রুশ প্রবাদ

ইয়েলৎসিনের পর তাঁর ক্ষমতায় আরোহণকে তখন অনেকেই ইতিবাচক বলে মনে করেছিলেন। খামখেয়ালি, অনির্দিষ্ট, অ্যালকোহলাসক্ত এবং প্রায়শই অসুস্থ ইয়েলৎসিনের পাশে তাঁকে মনে হয়েছিল অনেক বেশি স্মার্ট, কর্মঠ, তৎপর। কথা বলেন শ্রোতার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে। কথাবার্তায় ইয়েলৎসিনের মতো আড়ষ্টতা নেই, নেই জড়তা। ভাবা হয়েছিল, রাশিয়ার শিশু-গণতন্ত্র দ্রুত পরিণত হতে শুরু করবে তাঁর শাসনামলে। কিন্তু কেজিবি-র প্রাক্তন অফিসার পুতিন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূল্য কতোটা দেবেন, তা নিয়ে তখন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। তাঁদের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে শেষমেশ।

হালে দেখা যাচ্ছে, রুশ জনগণ গণতন্ত্র যেটুকু উপভোগ করতে পেরেছে, তা ওই ইয়েলৎসিনের শাসনামলেই। পুতিন রাশিয়াকে নিয়ে চলেছেন একনায়কতন্ত্রের পথে। রাশিয়ায় নামমাত্র বিরোধী দলগুলোর অধিকাংশই এখন পুতিনের তল্পিবাহক, গণতান্ত্রিক দলগুলোর মাথা তুলে দাঁড়ানোর অবস্থা নেই, ভিন্ন মতাবলম্বী সমস্ত টিভি চ্যানেল হয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, নয় নিয়ে আসা হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায়, সব প্রভাবশালী পত্রিকাকে একে একে বানিয়ে ফেলা হয়েছে সরকারের মুখপত্র। লোক দেখানোর জন্য রেখে দেয়া হয়েছে ভিন্নমত প্রকাশের শেষ অবলম্বন 'কমেরসান্ত' নামের স্বল্প-প্রচারিত দৈনিক আর রেডিও স্টেশন 'এখো মস্কভি'।

গত ২৩ জুন পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি অব দ্য কাউন্সিল অব ইয়োরোপ (PACE) রাশিয়াকে 'অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' ঘোষণা করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে রাশিয়া এর প্রতিবাদ জানালেও বিশ্বে রাশিয়ার বর্তমান ইমেজের জন্য দায়ী যে পুতিন ও তাঁর একনায়কতান্ত্রিক রাজনীতি, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পুতিনের রাজনীতির পর্যালোচনা করা বর্তমান লেখাটির লক্ষ্য নয়। এতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর কিছু 'বাণী'। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকে সঙ্গত কারণেই কথা বলতে হয় ডিপ্লোম্যাসির সুশ্রাব্য মোড়কে মুড়িয়ে। কিন্তু প্রায়ই তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এবং ডিপ্লোম্যাসির ধার না ধেরে হয়ে ওঠেন সত্যিকারের পুতিন। খসে পড়ে ভদ্রতার মুখোশ। নগ্ন হয়ে পড়ে তাঁর অন্তর্জগৎ: উদ্ধত, যুদ্ধংদেহী অসহিষ্ণু। ফলে তাঁর নৈতিকতা আর সংস্কৃতির মান নিয়ে প্রশ্ন জাগে স্বভাবতই।

পুতিনের 'বাণীসমগ্র' থেকে নির্বাচিত টপ টেন

২০০২ সালে বেলজিয়ামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফরাসি সাংবাদিকের চেচনিয়া বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে:

- আপনি যদি সত্যিই ইসলামী মৌলবাদী হতে চান এবং এর জন্যে যদি খতনা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে, তো আমি আপনাকে মস্কোয় আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। রাশিয়া বহু ধর্মের দেশ এবং এই 'সমস্যা' সমাধানের জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ আমাদের আছে। আমি তাদের এই 'অপারেশনটি' এমনভাবে করার পরামর্শ দেবো, যাতে আপনার ওই জায়গায় আর অন্যকিছু না গজায়।

রুশ ফেডারেশনের পীতালোভ্স্কি অঞ্চল বিষয়ে লাতভিয়ার দাবি (কুরিল দ্বীপপুঞ্জ বিষয়ে জাপানের যেমন) প্রসঙ্গে:

- পীতালোভ্স্কি অঞ্চল নয়, তারা পাবে মরা গাধার কান।

সাবমেরিন 'কুরস্ক' ট্র্যাজেডির রহস্য জানতে চেয়ে সিএনএন-এর ল্যারি কিং-এর করা প্রশ্নে ('হোয়াট হ্যাপেন্ড টু কুরস্ক?') পুতিনের স্মিতহাস্য উত্তর:

- ডুবে গেছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শিরাক সম্পর্কে:

- তিনি আমাকে একটা বই উপহার দিয়েছেন। আমিও তাঁকে দিয়েছি একটা। ক্রেমলিন বিষয়ে। ক্রেমলিন কোথায়, তা ফ্রান্সকে ভুললে চলবে না। জেনে রাখুক, এই নামে একটা জায়গা আছে পৃথিবীতে।

সিআইএস-এর রাষ্ট্রপ্রধানদের সভায়:

- আমাদের সবকিছু ওদের (ইউরোপিয়ান কাউন্সিল।- অনুবাদক) মতো হয় না কেন? কারণ আমরা, কথাটা বলার জন্য দুঃখিত, বসে বসে শিকনির জাবর কাটি।

চেচনিয়ার গেরিলা যোদ্ধাদের প্রসঙ্গে:

- ওরা তো খরগোশের মতো পালিয়ে বেড়ায়।

নরওয়েতে সাংবাদিক সম্মেলনে:

- আমি বলতে চাই না যে, আপনাদের মতামতের কোনো মূল্য আমরা দেই না এবং কোনো অঙ্গেও ঠেকাই না। না, উপদেশে আমরা কান দেবো। সৎ উপদেশে।

রাষ্ট্র আর ধনকুবেরদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে:

- আমি বলতে চাই না যে, রাষ্ট্র আর ধনকুবেররা চিরন্তন শত্রু। আমার ব্যক্তিগত মতামত, রাষ্ট্রের হাতে আছে ডাণ্ডা, যা দিয়ে আঘাত করা হয় একবার। এবং তা মাথায়। আমরা ডাণ্ডাটি কেবল হাতে নিয়েছি, দেখা গেল, মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে এটাই ছিলো যথেষ্ট। আর আমরা যদি সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠি, তাহলে ডাণ্ডার যথাযথ ব্যবহার করা হবে।

চেচনিয়ার বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে:

- আমরা তাদের খুঁজে বেড়াবো সব জায়গায়। যদি টয়লেটে তাদের ধরতে পারি, তো ওই পায়খানাতেই তাদের বারোটা বাজানো হবে।

ইতালীয় এক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে:

- আইন মেনে চলা দরকার সব সময়। বিশেষ অঙ্গ চেপে ধরার পরেই শুধু নয়।